আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে: **পবিত্র আল কোরআন ও হাদিসের আলোকে তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ)-৬**

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আল-আনকাবুত ২৯:৪৬

১. তোমরা কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না, কিন্তু উত্তম পন্থায়; তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে বে-ইনসাফ।

তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবেনা, তবে তাদের সাথে করতে পার যারা তাদের মধ্যে সীমালংঘনকারী এবং বলঃ আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের মা'বূদ ও তোমাদের মা'বূদতো একই এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী। (সূরাঃ আল-আনকাবুত ২৯:৪৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ লুকমান ৩১:১১

২. এটা আল্লাহর সৃষ্টি; অতঃপর তিনি ব্যতীত অন্যেরা যা সৃষ্টি করেছে, তা আমাকে দেখাও।

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِیْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِیْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ
الظّٰلِمُوْنَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۱۱﴾

এটা আল্লাহর সৃষ্টি! তিনি ছাড়া অন্যরা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও। সীমালংঘনকারীরাতো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (সূরাঃ লুকমান ৩১:১১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ লুকমান ৩১:১৩

৩. যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বললঃ হে বৎস, আল্লাহর সাথে শরীক করো না।

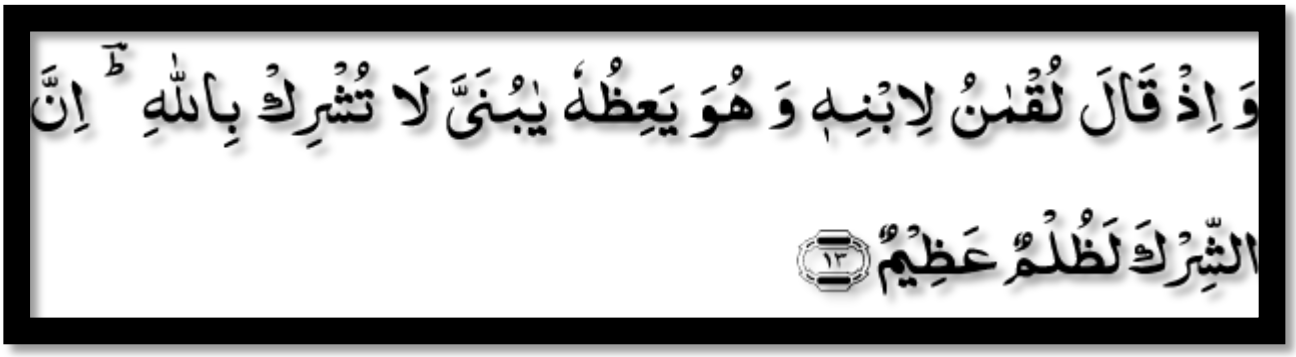
وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ یَعِظُهٗ یٰبُنَیَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ ﴿۱۳﴾

স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশাচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিলঃ হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন শরীক করনা। নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে চরম যুলম। (সূরাঃ লুকমান ৩১:১৩)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আল-ফাতির ৩৫:৩

৪. হে মানুষ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর।আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা আছে কি?

হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ছাড়া কি কোন স্রষ্টা আছে যে তোমাদেরকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী হতে রিযক দান করে? তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছ? (সূরাঃ আল-ফাতির ৩৫:৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আস-সাফফাত ৩৭:৪

5. নিশ্চয় তোমাদের মাবুদ এক।

নিশ্চয়ই তোমাদের মা'বূদ এক। (সূরাঃ আস-সাফফাত ৩৭:৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আস-সাফফাত ৩৭:৫

6. তিনি আসমান সমূহ, যমীনও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা

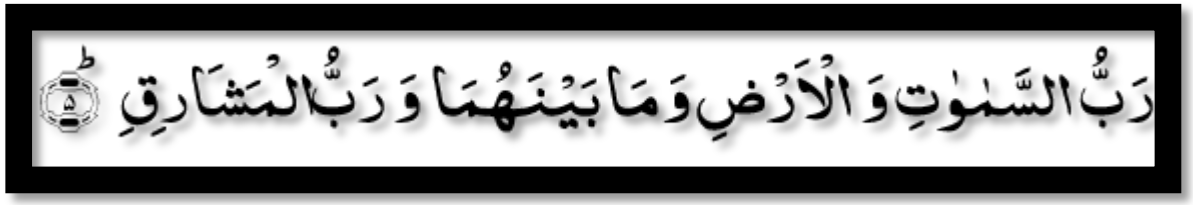

যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তবর্তী সব কিছুর রাব্ব, এবং রাব্ব সকল উদয়স্থলের। (সূরাঃ আস-সাফফাত ৩৭:৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আস-সাফফাত ৩৭:৩৫

৭. তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত।

যখন তাদেরকে বলা হত যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই তখন তারা অহংকার করত। (সূরাঃ আস-সাফফাত ৩৭:৩৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ সোয়াদ ৩৮:৬৫

৮. বলুন, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং এক পরাক্রমশালী আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।

বলঃ আমিতো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই যিনি এক, পরাক্রমশালী – (সূরাঃ সোয়াদ ৩৮:৬৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আয-যুমার ৩৯:৪

৯. আল্লাহ যদি সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করতেন, তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যা কিছু ইচ্ছা মনোনীত করতেন, তিনি পবিত্র।

আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি। তিনিই আল্লাহ এক, প্রবল পরাক্রমশালী। (সূরাঃ আয-যুমার ৩৯:৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আয-যুমার ৩৯:৬

১০. তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে। অতঃপর তা থেকে তার যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে আট প্রকার চতুষ্পদ জন্তু অবতীর্ণ করেছেন।

তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে। অতঃপর তিনি তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের দিয়েছেন আট প্রকার গৃহপালিত পশু। তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ! তোমাদের রাব্ব। সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ? (সূরাঃ আয-যুমার ৩৯:৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আয-যুমার ৩৯:৩৮

১১. যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে-আল্লাহ।

তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবেঃ আল্লাহ! বলঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সেই অনিষ্টতা দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? বলঃ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা আল্লাহর উপর নির্ভর করে। (সূরাঃ আয-যুমার ৩৯:৩৮)

বুখারী হাদিস ৭৩৮০

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ (لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ) وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ

‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় রবকে দেখেছেন, সে মিথ্যা বলল। কেননা আল্লাহ্ বলছেন, চক্ষু তাঁকে দেখতে পায় না। আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন, সেও মিথ্যা বলল। কেননা আল্লাহ্ বলেন, গায়িব জানেন একমাত্র আল্লাহ্।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, একমাত্র আল্লাহর এবাদাত কর। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে শরীক করো না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে শরীক করলে, কাফেরে পরিণত হবে। আর আল্লাহ কাফেরদের কখনোই ক্ষমা করবেন না। আসুন, আমরা এক আল্লাহতে বিশ্বাস করি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমিন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/